B.A 4th Semester (Honours)
Paper - CC8
Section - C

□ সমুদ্রগুপ্তের এরান শিলালেখের বিষয়সার লেখ।

আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর জেনারেল আলেকজান্ডার কানিংহাম ১৮৮০ সালে প্রথম এই শিলালিপিটি প্রকাশ করেন। বর্তমানের এরান প্রাচীন এরিকিন নামে পরিচিত ছিল। মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার প্রাচীন শহর খুরাই এর দক্ষিণ পশ্চিমে বীনা নদীর তীরে এরান গ্রামটি অবস্থিত ছিল। অভিলেখটি লাল রঙের চিকনা পাথরের উপর খোদিত। এরানের অভিলেখটি যেখানে পাওয়া গেছে সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসিদ্ধ মন্দিরের কিছু পশ্চিমে এই পাথরটি পাওয়া যায়। বর্তমানে এটি কোলকাতার জাদুঘরে রক্ষিত। এই অভিলেখের লিপি গুপ্তযুগের উত্তর প্রদেশীয় উত্তরকালীন ব্রাহ্মী। অভিলেখটির ভাষা সংস্কৃত এবং এটি আদ্যন্ত পদ্যে রচিত।

এই অভিলেখ বা এলাহাবাদ প্রশস্তিতে কাল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট করে কিছু উল্লেখ নেই। বিষ্ণুপুরাণে শ্রীগুপ্ত, ঘটোৎকচ ও চন্দ্রগুপ্তকে প্রথম গুপ্তসম্রাটত্রয় বলা হয়েছে। এলাহাবাদ প্রশস্তির ২৮-২৯ পংক্তিতেও সমুদ্রগুপ্তের বংশপরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি শ্রীগুপ্তের প্রপৌত্র, শ্রীঘটোৎকচের পৌত্র, শ্রী চন্দ্রগুপ্তের পুত্র, লিচ্ছবিদৌহিত্র ও মহাদেবীর গর্ভজাত, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসার পর ঐই ঘটনার স্মারক হিসেবে ৩১৯-২০ খ্রিষ্টাব্দে নতুন এক অব্দের প্রচলন করেন যাকে বলা হয় গুপ্তাব্দ।
রায়চৌধুরী ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দকে সমুদ্রগুপ্তের সিংহাসন লাভের বছর রূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, কিন্তু অ্যালান এবং স্মিথ ৩৩০ অথবা ৩৩৫ খ্রিষ্টাব্দকে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর বছর বলে মনে করেন। পিতার মৃত্যুর সময় সমুদ্রগুপ্তের বয়স ছিল ১৩ বা ১৪, কারণ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন লাভের পর কুমারদেবীকে বিয়ে করেছিলেন, এত অল্প বয়সে সমুদ্রগুপ্তের পক্ষে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেওয়া সম্ভব ছিল না, তাই ডঃ মজুমদার মনে করেন ৩৫০ খ্রিষ্টাব্দে বা তার কাছাকাছি সময়ের আগে সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসন লাভ করেছিলেন।

Scanned by CamScanner

এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় সমুদ্রগুপ্ত তাঁর অন্যান্য সব প্রতিদ্বন্দ্বী রাজপুত্রদের চেয়ে যোগ্য ছিল বলেই তাঁকে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন ও উত্তরাধিকারী বলে স্বীকৃতিদেন।

অভিলেখটির ছটি লাইন একেবারেই পড়া যায় না। সাত নম্বর লাইনে স্বর্ণ দানের কথা আছে। আট নম্বর লাইনে পুষ্প ও রাঘব এই দুই রাজার উল্লেখ আছে। নয় নম্বর লাইন থেকে বলা হয়েছে সমুদ্রগুপ্ত সম্পত্তি ও শৌর্যের ক্ষেত্রে ধনদ ও অন্তকের সমতুল্য এবং পৃথিবীর সমস্ত রাজা তাঁর দ্বারা পরাস্ত হয়েছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের দান এবং বীরত্ব ও সুনীতির প্রশংসা করা হয়েছে। তাঁর চরম সন্তুষ্টির কথাও বলা হয়েছে। অপ্রতিহতবীর্য সমুদ্রগুপ্তের ধর্মপরায়ণা পতিব্রতা স্ত্রী ছিলেন দত্তদেবী যাঁর কাছে সমুদ্রগুপ্তের পৌরুষপরাক্রমই অলংকার স্বরূপ ছিল। হস্তী, অশ্ব, ধন সম্পদের এবং শস্যের প্রাচুর্য ছিল সমুদ্রগুপ্তের। তাঁর গৃহে নিত্য আনন্দ বিরাজ করত। তিনি বহুপুত্রপৌত্রসমন্বিত ছিলেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরাক্রমী এই রাজাকে শত্রুরা স্বপ্নেও মনে করে ভয় ভীত হতেন। এইরাজা এরিকিন প্রদেশের একটি স্থানে সেখানে যশ বৃদ্ধির জন্য দেবালয় নির্মাণ করেছিলেন।

---

Scanned by CamScanner